জিয়াফত

সাদ কামালী

মাঘ মাসের শুকনা চকের কাঁচা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ফাতু দুইবার চুকা ঢেউক দিলে গতকাল জিয়াফতের হজম না হওয়া গোসতো খিঁচুড়ির বদ গন্ধ নাক মুখ দিয়ে বের হলে পাশের মাঘি সরিষা ফুলের ওপর থেকে মৌমাছি উড়ে যায়, গম ক্ষেতের নিড়ানি থামিয়ে কাচির আল দিয়ে পিঠ চুলকায়ে সামনে তাকায় মোবারক। নিড়ানিতে আবার ব্যস্ত হতে হতে পচা আর পেচির মাথায় ফাতু ধাক্কা দেয়, বল নাই, জোরে হাঁটতে পারোস না, আমি বলে মরি। অনেকটা পিছিয়ে পড়া মা'র দিকেও ওইরকম চোখে তাকায়। ফাতুর মা জয়তন তাকানোর অর্থ বুঝে বিড়বিড় করে বলে, এতো তাড়া কিসের রে ! মাঘ মাসের সুর্য হলেও ফাতুর চাঁদিতে জ্বালা ধরায়, চামড়া চিটমিট করে, চোখ কোঁচকায়, আর পেটের ভিতর আষাঢ় মাসের মেঘ গুড়গুড় করে মোচড়ায়, বিজলি ঝলকায়। তলপেটের গোড়ায় ব্যথা আর অসহ্য শরীর গুলানো শুরু হলে চকের পাশে ফাতু ময়লা ত্যানা ত্যানা নীল রঙের শাড়িটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে বসে পড়ে, অথবা বসতে বসতে গরম পিচকারির মতো ছোটে, সঙ্গে বমি, পেটের গোড়ায় হাত রেখে চোখ উল্টায়ে নাড়ি বের হওয়া বমি। জয়তন কাছে এগিয়ে এসে ফাতুর মাথা ধরলেও অন্য হাত দিয়ে নাকে মুখে কাপড় চাপা দেয়। পচা আর পেচি ফাতুর ভাপ ওঠা গরম হলুদ বমির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তাজা মড়া ঘাসের মধ্যে হজম না হওয়া জিয়াফতের গোসতের টুকরা মাঘ মাসের রোদে টক টক করে। ফাতুর নেতিয়ে পড়া শরীরের দিকে পচা পেচি তাকিয়ে দেখে না, বরং উগরানো গোসতের ভিতর ওদের চোখ জ্বলজ্বল করে। বমি পায়খানার দুর্গন্ধও ওদের নাকে মুখে লাগে না। পেচি বিড়বিড় করে বলে, এহন কেমুন ঠ্যাহে, আমার পাতের গোসতো তুই খাইছিলি না ! পচা একটা বড় শ্বাস ফেললে নাকের নিচে ঠোঁটের পাশের শুকনা সাদা ময়লা চড়চড় করে ফাটে, ভাপ ওঠা হলুদ গোসতো খিঁচুড়ির জন্য হয়তো ওরও আফসোস হয়। কাল দুপুরের আধাপেট জিয়াফত খাওয়ার পর এখন পর্যন্ত পেটে কিছু পড়ে নাই। ফাতুর ক্ষিদা লাগেনি বলে আটা কুড়ার ধাপড়া বা ফ্যানা ভাতের কোনো ব্যবস্থা করে নাই, আর সকাল সকাল ক্ষিধা ছিলোও না। নাহলে পচা অন্তত ঘ্যান ঘ্যান করত, এ মা খিদা লাগছে। জয়তনের ক্ষিধা এক বাটি পানিতেই মরে যায়, খাওয়ার জন্য তার শরীর জিব অতো লকলক করে না। ঘুম থেকে উঠে নাকে মুখের ময়লা নিয়েই পেচি মা ভাই নানির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছিল, ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তার মনে ছিল না। হজম না হওয়া হলুদ গোসত খিঁচুড়ি বমির সঙ্গে বেরিয়ে এলে এখন পচা পেচি দুজনেরই ক্ষুধা বোধ হয়তো জ্বলে ওঠে।

দাস্ত একরকম শেষ হলেও ফাতু উঠে দাঁড়াতে পারে না, গায়ের কাপড়েও দুই দিকের বিষ্ঠায় মাখামাখি, মাঘের দুপুর রবি শস্যের সকল সুগন্ধ ও সৌন্দর্য নিয়ে দুর্গন্ধের ভিতর থেঁতলে পড়েছে। জয়তনের হাত ধরে কোনোরকম বাঁকা হয়ে ওঠে ফাতু, আশেপাশে তাকায়, দক্ষিণে এশিয়ান হাইওয়ের ঢালুতে কচুরিপানার তলে আঠালো পানির খাল। জয়তনের হাত ধরে খালে আসে ফাতু শরীর কাপড় ধুয়ে নিতে। পচা পেচি জিব দিয়ে শুকনা ঠোঁট চেঁটে বমির ওপর থেকে চোখ তুলে মায়ের কাছে খালের পাড়ে এসে দাঁড়ায়। ফাতুর হাতে পায়ে আর বল নাই, শরীর ভেঙে আসছে, তারপরও কোনোরকমে টেনেহেঁচড়ে ঝুলে ঝুলে নিজের এক চিলতা ভিটার ছাপড়ায় এসে মুখ থুবড়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে আবার বমি, বমির মধ্যে পেট মোচড়ায়, কেমন অস্বস্তি, ব্যথা, বেগহীন তরল দাস্ত। পচা আর পেচি আড়াই হাত উঠানের কোণায় চুলার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে। জয়তন বাড়ি পর্যন্ত উঠে আসে না। ঢালুতে বসে জিড়িয়ে নেয়। ফাতু আর একা নিজের কাপড় ছাড়ার মতো শক্তি জড়ো করতে পারে না। ময়লা মাখামাখি অবস্থায় পড়ে থাকে। ঠোঁট মুখ চোয়াল চুলে বমি জড়ানো, কাপড়ে

পায়খানা চটচট করছে, অবস্থা বুঝে কয়েকটা মাছিও নাক মুখের ওপর, বমির ওপর খুশিতে ভনভন করে। ফাতু মাথা তুলতে পারে না, তার মধ্যে আবার বমি, পেটে কিছু নাই, মুখ থেকে শুধু শ্লেষ্মা বের হয়, চোখের সাদা অংশ বড় হয়ে মণি উপরে উঠে গেছে।

ফাতুর মা জয়তন যখন ভিটায় উঠে আসে তখন কেমন একটা গোঙানি ছাড়া ফাতুর আর কোনো সাড়া দিবার ক্ষমতা নাই। মাথার ভিতর শোঁ শোঁ আওয়াজ, চিহিঁ চিহিঁ শব্দে চোখের সামনে চিল ওড়ে, মনে মনে বলে মরার আর জাগা পাইলি না, আমার কইলজার মধ্যে আইসা ডাক . . .। জয়তন এক হাতে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে পচা পেচির দিকে তাকিয়ে বলে, তোর মা-ডা মরবার বইছেরে, ওরে ইডু পানি আইনা খাওয়া। চার বছরের পেচি চুলার পাড়ে বসে মাটিতে কাঠি দিয়ে আঁকে, পাঁচ বছরের পচা উঠে কলস থেকে পানি ঢেলে নানির হাতে দেয়। জয়তন এর মধ্যে ফাতুর কাপড় খুলে ওই ময়লা কাপড় দিয়েই একরকম মুছিয়ে গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দেয়। কাঁথার নিচে ফাতুর শরীরে কোনো কাপড় নাই, শরীর মৃদু মৃদু কাঁপে। জয়তন আর পচা মাথা উঁচু করে ধরে বাটির পানি খাওয়াতে চেষ্টা করে। ফাতু আধখোলা চোখে কিছু মুখের ভিতর নিতে পারে, কিছু গড়িয়ে পড়ে শীত লাগা বাড়িয়ে দেয়। জয়তন দড়ি থেকে আর একটা কাপড় টেনে ফাতুর শরীরে জড়িয়ে ময়লা কাপড় নিয়ে পুকুরে যায়। তোর মারে দেহিস, কাপুরডা দুইয়া আনি, পিন্দনের আর কোনো ত্যানাও নাই। পেচি তখন বিড়বিড় করে বলে, পিন্দনের কাম নাই, মাগীতো মরবার লাগছে। পেচির চোখ লাল, লাল চোখের ওপর পানির সর। একবার ওই রকম চোখে মাকে দেখে ঠোঁট মুখ ভেঙে কেঁদে ওঠে, এ মা তোর কি ওইছে, তুই মইরা যাইস না মা, এ মা . . .। পচা তখন পেচির মাথায় ঠেলা দেয়, মুখে কিছু বলে না, তার চোখ ও গলা পানির তোড়ে বুজে গেছে। ফাতু চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে আবার বমি করার চেষ্টা করে। যেটুকু পানি নিতে পেরেছিল তার থেকেও বেশি বের করে দেয়, তলপেটের কামড়ে শরীর কুঁকড়ে ওঠে, পায়খানার পথে চিকণ ধারায় রক্তের মতো কিছু তরল নির্গত হয়। পুকুর থেকে নিজের শরীর, ফাতুর কাপড় ধুয়ে জয়তন ফিরতে ফিরতে ফাতু ঘুমে অথবা চেতনা হারিয়ে ফেলে। উঠানের আড়ে কাপড় মেলে দিতে দিতে দেখে আকাশও কেমন বুজে আসছে, ভরা মাঘে এমন হঠাৎ মেঘের আয়োজন দেখে জয়তনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। পেচি তখনো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে। জয়তন সান্ত্বনা দেয়ার মতো বলে, কান্দিস নারে, কান্দিস না, আমি দিবানে রাইনদা।

ঘরের হাঁড়িপাতিল কৌটা ঘেঁটে দুই টুকরা ইঁদুরে খাওয়া আলু, মাটির হাঁড়িতে একমুঠ আটা ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। জয়তন বড় শ্বাস ফেলে, ছাওয়াল মাইয়া দুইডা খাবে কি ! জয়তন নিজেও এখন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। অসুস্থ মেয়েটাকেও কিছু একটা পত্তো দিতে হয়। সময় নষ্ট না করে জয়তন পচা পেচির উদ্দেশ্যে বলে, তোরা মারে দেহিস, আমি আইতেছি।

জোলাবাড়ির খাড়া থেকে অনেকটা ঢালুতে নেমে আবার ঢালু বেয়ে উঠতে হয় মিয়াবাড়ির পথে ওঠার জন্য। বর্ষায় চাড় ফেলা হয়, নাহলে ডুঙ্গা ভেলা লাগে পার হতে। ঢালু নামা-ওঠা করে জয়তন হাঁপায়। হাড্ডির সঙ্গে চিমশানো চামড়া ওঠা-নামা করে। ইমাম মিয়ার আমবাগানের ওপর মেঘের জটলায় কুয়াশা জমতে থাকে। আছর ওয়াক্তের আগেই বেলা কেমন কলেরা রোগীর মতো ঢলে পড়েছে। আমের মুকুলে কুয়াশা ঢুকে সবুজাভ হলুদ সতেজ রঙ ঘোলা হয়ে গেছে। মাছি মৌমাছিও মুকুল থেকে মুকুলে ওড়াউড়ি করতে শরীরে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না। বাগানের কেন্দ্রে বড় পুকুর, খাড়া পাড়, পুকুরের পানির পাতলা শ্যাওলার ওপর কুয়াশা ভারি হয়ে উঠলে চাষ করা রুই কুয়াশার চাপেই হয়তো পানির নিচে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে, লেজের বাড়িও নাই, গোল ঠোঁট, চোখ ভাসিয়ে খাবারের খোঁজও করে না। পুকুরের মাঝখানে 'বইন্যা' গাছের অনেক শাখাসহ ডাল ফেলা হয়েছিল মাছের ভিতর বসত অনুভূতি দেয়ার জন্য। পানির ওপর ভাসা ডালে একটা মা কচ্ছপ পিছে পিছে দুটি বাচ্চা কচ্ছপ নৈঃশব্দ আর মন্থর গতির স্মারক হয়ে বসে রয়েছে। জয়তন পেটের তল থেকে লম্বা শ্বাস টেনে কোমরে হাত রেখে উঠে দাঁড়ায়।

ইমাম মিয়ার বউ খিঁচুড়ির পাতিল দেখিয়ে বলে, নারে জয়তন, দেখ পাতিলের তলে কিছু লাইগা থাকলে খাইয়া পাতিলডা ধুইয়া দিয়া যা। জয়তন একদলা নরম খিঁচুড়ি কোনোরকমে পায়। এইটুকু দিয়ে কি হবে, বরং সে নিজেই খেয়ে পাতিল ধুয়ে তালাপের পাড় ঘেঁষে পুবে আসে, দক্ষিণে যায়, তিনচার বাড়ি ঘুরে দুইটা শুকনা রুটি আর এক মালসা ফ্যান ছাড়া কিছুই যোগাড় করতে পারে না। দক্ষিণ পোতার মবু মিয়ার বউ রিজি বলে, কাইল সহালে উঠানডা লেইপা দিয়া যাইও, হাত না পাইতা কাম কইরা খাও। জয়তন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কাল সকালের কোনো প্রতিশ্রুতি সে দেয় না। ফেরার পথে ইমাম মিয়ার বউ বলে, তোমার মাইয়া কুথায় ? হে, চাচীজান হে মরবার বইছে, বিয়ান থিকা গাট বমি, দাস্ত, মাইয়ার নড়বার বল নাই। ও, ওরে স্যালাইন খাওয়াও, শুনো, তুমি কাইল আইসা দুই পৈকা আলাধান বাইনা দিবার পারবা ? ছাওয়ালরা সব আইতেছে। জয়তন কাঁধ থেকে কাপড় টেনে বলে, দিবানে, আফনার কাছে স্যালোন আছেনি, এ্যাডা দিবেন? চাচীজান বলে, নারে আমি কুথায় পাবো, আলমগীরের কাছে থাকবার পারে। জয়তন দুইখান রুটি এক মালসা ফ্যান নিয়ে বাড়ির পথে যায়।

বেলাও পড়ে গেছে, মেঘ কুয়াশা মিলে দ্রুত রাত নামে। পেচি চুলার পাড়ে মাটিতে পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। পচা মাটিতে পা ঝুলিয়ে ফাতুর পাশে বসে আছে, ফাতু ঘুম জাগরণ অথবা চেতনারহিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে গোঙ্গানির মতো শব্দ করছে। জয়তন দ্রুত হাতে একমুঠ লবণ ফেলে রুটি দুইটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফ্যানের ভিতর ঘুটে, নে বাই, খা, আর কিছু পাইলাম না, তোর মার মুখেও ইকটু যদি দিয়া যাইতো ! তোর বুইনরে তোল। পচা মালসা উঁচু করে একটা চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে ফ্যালে, ইরি চাওলের ফ্যান, বমি আইতেছে। জয়তন পেচিকে টেনে তুলে, পেচি খুতখুত করে কান্দে, মালসার ফ্যানে চুমুক দেয় না, তুই খা, কুত্তার ফ্যান তুই খা। পেচি কিছুতেই মুখে তোলে না। জয়তন ফাতুর মাথায় হাত দেয়, কপাল গরম, চিবুক কাঁধ গলাতেও খুব তাপ। আস্তে আস্তে ডাকে, এ্যা ফাতু, মুহে ইকটু ফ্যান দিবি, প্যাটে তো একফুটা দানা পানি কিছু নাই, তুই তো মইরা যাবিরে। ফাতু নিস্তেজ শরীরের ভিতর থেকে একই রকম গোঙ্গানি তোলে, এছাড়া আর কোনো সাড়া নাই। পচা জয়তন মিলে ফাতুর মাথা উঁচু করে ধরলেও চোখ মুখ বন্ধই থাকে, মুখে ফোঁটাও দিতে পারে না। জয়তন হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বলে, পচারে, আলমগীরের কাছে যাইয়া দ্যাখ, একখান স্যালন গিলানো কাম।

পচা কোনো কথা না বলে আলমগীরের বাড়ির উদ্দেশ্যে যায়। আলমগীর বাড়ি নাই, মবু মিয়ার ঘরে টেলিভিশন চলছে। লাল পাকা বারান্দায় গোল হয়ে বসে পচা দেখতে শুরু করে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে উঠে বাড়ি আসে। এখন পেচি আর জয়তন দুজনই ঘুমানো, ফাতু বুঝি গোঙ্গানির শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। অন্ধকারের ভিতর ফাতুর নাকে চিকণ রক্তের ধারা দেখা যায় না। কাপড়ের তলেও রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে শরীর কেঁপে ওঠে নিঃশব্দে। পচাও একসময় জয়তনের গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরের জমাট অন্ধকারের মতো উঠানের অন্ধকারও জমাট, মেঘ কুয়াশায় চাঁদহীন আকাশে নক্ষত্র নিংড়ানো আলোর কষও বাধাপ্রাপ্ত। গাছের পাখিরাও অন্ধকার আর কুয়াশার চাপে পাখার খসখসও করে না, চালের ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যাওয়ার সময় চালের ওপর আধখাওয়া গাব ফেলে দেয় না। নারকেল গাছের আগায় বসে বাদুড় দম্স্লতি সম্ভব নিঃশব্দে কচি ডাবে নখ বসায়। রাতের নৈঃশব্দ ও করুণ তান কুকুরের কান্নায় মুষড়ে ওঠে না। এমনকি বরই গাছের কোটরে বসে থাকা কুক চড়ুইও কুউ কুউ ডেকে কারও কারও বুককাঁপানো শ্বাস প্রলম্বিত করে তোলে না। রাতের ধ্রুপদ নৈঃশব্দের ভিতর পচা পেচি জয়তন এমনকি ফাতুও ঘুমায়। ফাতুর চিকণ গোঙ্গানি কখন যে নিঃশ্বসের শব্দের ভিতর তলিয়ে গেছে অথবা কোনো গোঙ্গানিই আর উঠছে না।

ঘুমের ভিতর পেচির মুখ নড়ে, দাঁত দিয়ে শক্ত কিছু চিবোয়, সুবিধা করতে না পেরে পা ছোড়ে, পা যেয়ে লাগে জয়তনের হাড্ডিসার কোমরে। পাতলা ঘুম ছুটে গেলেও জয়তন আবার ঘুমের সুতায় অন্তত গিঁঠ দিয়ে হলেও জোড়া লাগায়, পেচিকে সামান্য একটা ঠেলা দিয়েও ঘুমের জোড়া-লাগানোর চেষ্টা নষ্ট করতে চায় না। পেচির ঘুম এখনো বাসি দুধের সরের মতো পুরু, তার বাঁ-পাশের হাত ফাতুর শরীরের লাগে। এই হাতের অস্তিত্ব কি ফাতুর চৈতন্যে টোকা দিতে পারে ! নির্ভুল সুতায় তার ঘুম তৈরি হয়ে গেছে, সেই ঘুম ও সুতায় হয়তো পেচি কোনোভাবেই টান ধরাতে পারবে না।

পচা ঘুমের ভিতর পাশ ফিরে। জয়তন আর ঘুম জোড়া লাগাতে পারে না। ইমাম মিয়ার বউয়ের দেয়া গলা খিঁচুড়ি খেয়ে তার পেটে অম্বল হয়েছে, হতে পারে জিয়াফতের খিঁচুড়ি খাওয়ার পর থেকেই অম্বলের সুচনা। জয়তন ওঠে, বাইরে তাকে যেতেই হবে, দুই হাতে অন্ধকার সরিয়ে আন্দাজে উঠানে নেমে মাটির বদনাটির খোঁজ করতে পারে না। জায়গা মতো বসে পেট খালাস করে কাপড় উঁচু করে ধরেই বদনা খোঁজে। বদনার বদলে মালশা হাতে ঠেকলে কলস থেকে পানি ঢেলে মালসা দিয়েই কাজ সেরে স্বস্তি পায়। পেটে অম্বল হলেও তত জোরালো নয়, চুকা ঢেউক উঠলেও গ্যাস জমতে পারেনি। জয়তন ঘরে উঠতে উঠতে বিড়বিড় করে, কি জিয়াফত খাওয়াইলি রে, বেবাকটিশদ্ধা মরবার লাগছি। পেচি তখন ঘুমের ভিতর খ্যান খ্যান করে কাঁদে, জয়তন নিজে মোচড় দিয়ে শোয়, শরাফত মণ্ডলের ওপর ক্ষোভ অন্ধকার খোড়ল থেকে বেরিয়ে এসে এখন বুকে চাপ দেয়। হারাডাদিন অসুখ্যা মাইয়াডারে খাটাইলি, মসলাকুটা, রাজ্যির হাড়িপাতিল ধোয়া, চুলা ঠেলা, শ্যাসে হাতে পাচটা টাহা দিবার পারলি না হারামির বাচ্চা ! মণ্ডলরে তোর এহন ছাওয়াল মরছে, তুই মরবি না ? দেহিস, তোর জিয়াফতে কি করি। জয়তনের গজগজ আর শরীরের মোচড় অন্ধকারে কেউ দেখতে পায় না, টেরও পায় না। ফাতুও নিঃসাড়।

শরাফত মণ্ডলের ছেলে গুলি খেয়ে মরে চারদিন আগে। সেইদিন থেকেই ওই বাড়িতে মানুষের ভিড়, কতরকম কাজ, কতরকম মানুষের আনাগোণা, পুলিশ উকিল থেকে ছাত্র শিক্ষক। তারপর গরু জবাই করে জিয়াফতের আয়োজন, এমন সোমত্ত ছেলে মরে গেলে মানুষ পারলে আরও গরু জবাই দেয়। জয়তনের নাতি পচা পেচি সহ কত মানুষের ছেলে মেয়ে কাজের বাড়ি দিয়ে ঘোরাঘুরি, ফুট ফরমায়েশ খাটে। তির চারদিনের পুরানো জ্বর, দুর্বল শরীরে ফাতুও খাটে মেলা। মাঝে মধ্যে এমন কেউ মরলে তবুও কিছু একটা ব্যবস্থা হয়। গতরে খাটা কামের পয়সাডাতো দিবি হারামির বাচ্চা ! জয়তন আবার বিজবিজ করে ওঠে। তার আর ঘুম হবে না। শরাফত মণ্ডলের ওপর ক্ষোভ ঘুমের বাকি সম্ভাবনাটুকুও নষ্ট করে দিয়েছে। মাথার ভিতর পচা পেচির খাবার যোগাবার চিন্তা, ফাতুর জন্য কিছু পত্তো যোগাড় করতে হবে।

ফজরের আজান পড়ে গেলেও সকাল ফোটে না। আঠালো অন্ধকারে চারপাশের কোনো কিছুই চোখে পড়ে না। পাখিও তেমন ডাকে না। তবুও অভ্যাস, পেচি নড়ে, জয়তন উঠে বসে, পচা ঘুমায়, ফাতু একইরকম সাড়া শব্দহীন। বেড়ার গায়ে ছোট একটা তাক, সেখানে অন্ধকার হাতায়ে কুপি বাতি দিয়াশলাই হাতে নেয়। পেচি খ্যান খ্যান করে কাঁদে, এ নানী, খিদা লাগছে, তখন পচা হঠাৎ উঠে বসে। জয়তন দিয়াশলাই কাঠি ঘষার আগে ফাতুর কপালে হাত রেখে কেমন চমকে দেখে কপালেই হাত দিয়েছিল না মাটিতে। অন্ধকারে জমাট ফাতুর শরীরের ওপর আবার হাত রাখে, ঠাণ্ডা মাটি ছোঁয়ার অনুভূতি, গা শিরশির করে। জয়তন কুপিতে আগুন দেয়, খোলা কুপির আলো ফাতুর মুখের কাছে এনেও নাকের ফুটায় শুকনা রক্তের দাগ দেখতে পায় না, আর কানের ফুটায় পিপড়ার লাইন তো এই আলোতে দেখা সম্ভবই না। তবুও জয়তন যা বোঝার বুঝে গেছে, কপাল চিবুক গলা পেট উরুতে হাত বুলিয়ে আনে। গলার ভিতর পানি এসে জমে না, চোখেও না। শুকনা খসখসে স্বরে বলে, পচারে, তোর মা মরছে। পচা পেচি এই খবরে বাড়তি কোনো শব্দ তোলে না। পেচি বলে, এ নানী খিদা লাগছে। জয়তন বলে, বেলা উঠবার দে বুইন, বলে ফাতুর ঠাণ্ডা শরীরের পাশে ভাঁজ হয়ে শোয়, বিড়বিড় করে

বলে, মাইয়াডা মইরা গেলরে। পচা আবার শুয়ে পড়ে। আর পেচি বাইরে অন্ধকার এখনো কাটেনি দেখে আবার শোয়। অল্প সময়ের মধ্যে পচা পেচি ঘুমিয়ে পড়লে জয়তন ঘর থেকে বাইরে নামে।

ঘন কুয়াশা, এক হাত দুরের জিনিসও দেখা যায় না। জয়তন বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাপড় মাথায় দিয়ে ইমাম মিয়ার বাড়ির পথে আসে। ইমাম মিয়া মসজিদে, চাচীজান ফজর নামাজ শেষে জায়নামাজেই বসে আছে, হাতে তছবি, রান্না ঘরে কুসুম চায়ের পানি বসিয়েছে। জয়তন দরজায় ঠেস দিয়ে বসে, চাচীজান আতপ চাইল কুইটা দিবানে, উঠান লেইপা দিবানে বেইল উঠলে পর, নাতি দুইডার জইন্য দুইমুঠ চাইল দিবেন। চাচিজান চোখ তুলে, তোমার মাইয়ার কি অবস্থা, গাটবমি ভালো হইছে ? জয়তন মাথায় অনাবশ্যক কাপড় টেনে বলে, নাতি দুইডা দুইদিন তামাত কিছু খায় নাই চাচীজান। চাচীজান বলে, পাকঘরে যাইয়া কুসুমরে পাঠাও, দেহি চাউলের কি অবস্থা। জয়তন রান্নাঘরে ঢুকে হাঁটু ভাঁজ করে বসে বলে, যা চাচীজান তোরে ডাকপার লাগছে। কুসুম চুলার মুখে কিছু পাটখড়ি ঠেলে ওঠে। জয়তন দ্রুত আশেপাশে দেখে, চুলার পাশে তরকারির ঝাঁকা থেকে একটা আলু কোমরে গুঁজে নেয়, পাশে মাটির হাড়ির ভিতর হাত দেয়, ত্যাজপাতা, কয়েকটা ত্যাজপাতাও কাপড়ের খুটে দ্রুত বেঁধে নেয়। কুসুম কুলায় করে আধাসের চাল এনে বলে, উঠান লেইপা আতপ চাইল কিন্তু কুইটা দিবা। জয়তন বলে, দিবানেরে দিবানে, মাগনা কিডা খাবার দেয় ক ! কাম করলেই বলে দেয় না ! জয়তন কাপড়ের আঁচলে চাল ঢেলে নিয়ে দ্রুত উঠে পড়ে।

পচা পেচি তখনো ঘুমিয়ে, ঘোলা অন্ধকার, ঘরের ভিতরের বাসি অন্ধকার এখনো জমাট। জয়তন বাইরের চুলায় আগুন দিবার ব্যবস্থা করতে ঘরে ঢোকে দিয়াশলাইয়ের জন্য। ফাতুর পা থেকে কোমর পর্যন্ত কাপড় তোলা। জয়তন নিচু হয়ে বসে ফাতুর পায়ে হাত বুলিয়ে কাপড় টেনে দেয়, তার শরীর কেমন শিরশির করে, কোমর থেকে চওড়া পা নেমে গেছে গাছের গুড়ির মতো। জয়তন আবার গোসতো পুরু অংশে হাত দিয়ে, ডলে, আহারে, খাবার পায় নাই, অসুখে ভুগবার লাগছে, তেমু শরীলডা ছিল ! জিয়াফতের গরুর পিছনের চামড়া খসানো লাল পা দুটির কথা সহসা জয়তনের মনে হয়। দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে জয়তন ফাতুর পুষ্ট পা ভালো করে দেখে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পচা পেচির চোখে গভীর ধুম। জয়তনের শরীর মৃদু মৃদু কাঁপে, হঠাৎ তখন চালের ওপর এসে একটা কাক ডাকতে শুরু করে। কাকের ডাকে বিরক্ত হয়ে চুলার পাড়ে গোল হয়ে বসা ছালওঠা নেড়ি কুত্তাটা উঠে অন্যদিকে চলে যায়। জয়তন আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে কুপিতে আগুন দেয়, তার হাতও কাঁপে, বুকের ভিতর শব্দ হয়, তবুও বেড়ার পাশ থেকে আছাড়ি খোলা লোহার বটিটা হাতে নিতে অসুবিধা হয় না। তখন চাল থেকে কাক নেমে চুলার পাড়ে মাটিতে মুখ রেখে ডাকে। জয়তন একবার পচা পেচির মুখ দেখে বটি কায়দা মতো ধরে ইলিশ মাছের পেটি কাটার মতো উরু থেকে নামা পায়ের মোটা অংশের অনেকটা হাড্ডিহীন সলিড গোসত কেটে ফেলে। হাত কাঁপে, বুক কাঁপে, চোখের তারা কাঁপে, কুপি বাতির আলো কাঁপে, তবুও গোসতের টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বাইরে আসতে জয়তনের অসুবিধা হয় না।

রান্নাঘরের চালার ওপর ভাঙ্গা একটা টিন, টিনের নিচে পাটখড়ি, শুকনা ডাল গোঁজা। জয়তন দ্রুত চালা থেকে পাটখড়ি, ডাল টেনে নামায়, ঘরের বেড়া থেকেও শুকনা হোগলা পেতে টেনে চুলার আগুন বাড়িয়ে তোলে। হাড্ডিছাড়া গোসতো টুকরা করে ত্যাজপাতা, নুন হলুদ মরিচ পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দেয়, গোসতো আধাসিদ্ধ হলে এর ভিতর চালও ছেড়ে দিবে। জয়তনের সরব আয়োজন আর গন্ধে ভোরের কুয়াশা ফেসে যায়। পচা ও পেচির ঘুমও পাতলা হয়ে ওঠে। জয়তন যেখান থেকে পারে চুলার মুখে খড়ি গুঁজে আগুন বাড়িয়ে দ্রুত রান্না শেষ করতে চায়।

দরজার মুখে চোখ কচলাতে কচলাতে পেচি এসে দাঁড়ায়। জয়তন বলে, যা ঘাটথন মুখ ধুইয়া আয়, খেচুরি খাবি। পেচি ঢাল বেয়ে ঘাটে নামে। পচা উঠে এসে জয়তনের পাশ ঘেষে উল্টামুখে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে করতে বলে, কি রানদোস নানী ? জয়তন বলে, যা বাই, মুখ ধুইয়া আয়।

চুলার পাড়ে উঠানেই দুই ভাই বোন গোল হয়ে বসে, জয়তন নারকেলের আঁচার বড় হাতায় ভরে টিনের থালা ভরে গোসতো খিচুড়ি বাড়ে। টকটকে হলুদ ধোঁয়া ওঠা খিঁচুড়ির ভিতর বড় বড় গোসতের টুকরা দেখে পচা পেচি চোখে চোখ রাখে। জয়তন একবার ঘরের দিকে তাকায়। ফাতুর কানের ফুটায় পিপড়ার লাইন এখন চওড়া হয়েছে, কাটা উরুতে কষ ঝরছে, মাছিও পথ চিনতে ভুল করে নাই। পেচি গরম ভাপ ওঠা গোসতো খিঁচুড়ির দিকে তাকিয়ে একবার ঘরের দরজার দিকে তাকায়। জয়তন বলে, নে খা বুইন, কেউ তোর থালের থন আর গোসতো নিবে না। পচা জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে প্রথমেই গোসতের টুকরা মুখে ফেলে চিবায়। লম্বা শক্ত আঁশ দাঁতের ফাঁকে ঢুকে যায়, এ নানী বুড়া গোসতো পাইলি কোথায় ? পচা মুখ হাঁ করে দাঁতের ফাঁক থেকে গোসতের লালচে আঁশ খুটে বের করে। মুখের ভিতর কিছুক্ষণ চিবিয়ে গিলে ফেলে। পেচি বলে, নানী তুই খাবি না, তাড়াতাড়ি খাইয়া নে। জয়তন মুখে কাপড় চাপা দেয়, তোরা খা বুইন, আমার প্যাটে অম্বল অইছে, শরীল গোলায়, তোরা খাইয়া নে। জয়তনের চোখ ও স্বর পানিতে ডুবে পচা পেচির গোসতো চিবানোর থ্যাচ থ্যাচ আওয়াজ সকালের ঠাণ্ডা কুয়াশায় জড়িয়ে যায়।